biddabari
your success benchmark

BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার শিট

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার (১-১০)

biddabari
your success benchmark

biddabari
your success benchmark

PSC Syllabus

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য | পূর্ণমান : ৩৫

বাংলা ভাষা : ১৫

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, বানান ও বাক্য শুদ্ধি, পরিভাষা, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ, ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, পদ, বাক্য, প্রত্যয়, সন্ধি ও সমাস

সাহিত্য :

(ক) প্রাচীন ও মধ্যযুগ	০৫
(খ) আধুনিক যুগ (১৮০০-বর্তমান পর্যন্ত)	১৫
	সর্বমোট : ৩৫

BCS প্রিলিমিনারি

biddabari
your success benchmark

সূচিপত্র বাংলা

পৃষ্ঠা নং দেখে কাঙ্ক্ষিত লেকচার খুঁজে নিন

লেকচার নং	টপিকস	পৃষ্ঠা নং
০১	বাংলা ভাষার উদ্ভব, বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ, প্রাচীন যুগের সাহিত্য : চর্যাপদ	৪
০২	মধ্যযুগের সাহিত্য-১ : অন্ধকার যুগ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, মঙ্গলকাব্য, মনসামঙ্গল কাব্য	২১
০৩	মধ্যযুগের সাহিত্য-২ : চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, অন্নদামঙ্গল কাব্য, কালিকামঙ্গল কাব্য, ধর্মমঙ্গল কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি	৩৬
০৪	মধ্যযুগের সাহিত্য-৩ : অনুবাদ সাহিত্য, রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান, রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য	৪৮
০৫	মধ্যযুগের সাহিত্য-৪ : শায়ের ও কবিওয়ালা, পুঁথিসাহিত্য, নাথসাহিত্য, মর্সিয়া-সাহিত্য, লোকসাহিত্য ও গীতিকা, উপকথা, লোকগীতি, রূপকথা, ছড়া, মধ্যযুগের সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক	৬৩
০৬	আধুনিক যুগ-১ : আধুনিক যুগের সূচনা, বাংলা গদ্যের বিকাশ, শ্রীরামপুর মিশন, রাজা রামমোহন রায় ও সমসাময়িক পত্রপত্রিকা, বাংলা গদ্যে নব জাগরণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হ্যানা ক্যাথরিন ম্যালেন্স, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, স্বর্ণকুমারী দেবী	৭৬
০৭	আধুনিক যুগ-২ : রবীন্দ্র পূর্ববর্তী সাহিত্য (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও উল্লেখযোগ্য নাট্যকার), রবীন্দ্র পর্বের সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্ম	৯৬
০৮	আধুনিক যুগ-৩ : রবীন্দ্র পর্বের কবিতা রবীন্দ্র পর্বের কবিতা (মোজাম্মেল হক, কামিনী রায়, যতীন্দ্রনাথ, সেনগুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শেখ ফজলুল করিম) কাজী নজরুল ইসলাম (কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, গান, রবীন্দ্র পর্বের উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ছোট গল্প)	১১৬
০৯	আধুনিক যুগ-৪ : রবীন্দ্র পরবর্তী সাহিত্য (রবীন্দ্র পরবর্তী উপন্যাস, ছোট গল্প প্রবন্ধ), রবীন্দ্র পরবর্তী কবিতা, রবীন্দ্র পরবর্তী নাটক	১৪০
১০	সমাস, দ্বিরুক্ত শব্দ, বাক্য সংকোচন	১৬৬

BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ১

Lecture Content

- ☑ বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব
- ☑ বাংলা ভাষার উদ্ভব
- ☑ বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ
- ☑ প্রাচীন যুগের সাহিত্য: চর্যাপদ

Content Discussion

শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব

ড. মুহম্মদ হাননান তাঁর "বাঙালীর ইতিহাস" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ধর্মীয় তথ্য অনুযায়ী- হযরত নূহ (আ) এর মহাপ্লাবনের পর বেঁচে যাওয়া চল্লিশ জোড়া নর-নারীকে বংশ বিস্তার এবং বিশ্বব্যাপী বসতি গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়েছিল। নূহ (আ) এর পুত্র 'হাম' পিতার নির্দেশে এশীয় অঞ্চলে আসেন। হাম এর পুত্র হিন্দ এর নামানুসারে হিন্দুস্তান, সিন্দ এর নামানুসারে সিন্ধুর নামকরণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। হিন্দের সন্তান 'বঙ্গ' ভারতের পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। বঙ্গ এর সন্তানরাই বাঙাল নামে পরিচিত।

বঙ্গ (ব্যক্তি) + আহাল (সন্তান) → বঙ্গাহাল → বাঙাল → বাঙালি

বাংলা ভাষার উদ্ভব

বাংলা ভাষা ইন্দো- ইউরোপীয় মূল ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, খ্রিস্টপূর্ব ৫,০০০ বছর পূর্বে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার অস্তিত্ব ছিল। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ বছর পূর্বে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার দুই শাখা কেন্তম ও শতম শাখার ইন্দো এশীয় রূপ শতম শাখা থেকে প্রাচীন আর্য ভাষার উদ্ভব। ভারতীয় আর্য শাখার সৃষ্টি হয় প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দে।

ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর :

(ক) **প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা :** খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত। এ সময়ের প্রচলিত ভাষা হচ্ছে- বৈদিক ও সংস্কৃত। আর্যদের ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' এর ভাষা হচ্ছে-বৈদিক। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে বিখ্যাত বৈয়াকরণ ও পণ্ডিত পাণিনি বৈদিক ভাষার সংস্কার করে নির্দিষ্ট সূত্র প্রদান করেন। এটি সংস্কৃত নামে পরিচিত। আর্য ভাষায় সাধারণের জড়তাপূর্ণ উচ্চারণের ফলে তৎসম শব্দের পরিবর্তন সাধিত হয় এবং পালি ভাষার উদ্ভব ঘটে।

(খ) **মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা :** খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার স্তরগুলো হচ্ছে- পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ। প্রাকৃত ভাষা অঞ্চল ভেদে বিভক্ত হয়েছে যেমন- মাগধী, মহারাষ্ট্রী, অর্ধ-মাগধী ও সৌরসেনী।

(গ) **নব্য ভারতীয় আর্যভাষা :** খ্রিস্টীয় দশম শতক থেকে আধুনিক কাল। দশম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল। নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় বিভক্ত শাখা হচ্ছে- বাংলা, হিন্দি, মৈথিলি, অসমিয়া, উড়িয়া, ভোজপুরিয়া, মারাঠি ইত্যাদি।

প্রাকৃত ভাষার দুর্বল কাঠামো এবং ব্যাকরণবদ্ধ রূপের স্থিতি না থাকায় জনসাধারণের উচ্চারণে ও শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয় এবং নানা অপভ্রংশের সৃষ্টি হয়। পূর্ব ভারতে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃতজাত মাগধী অপভ্রংশ হতে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে বাংলা ভাষা উৎপত্তি লাভ করে।

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষায় উৎপত্তিকাল দশম শতকে।
- স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন ও ড. সুনীতি কুমারের মতে, মাগধী প্রাকৃতের বিকৃত রূপ মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।

  ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, গৌড়ীয় প্রাকৃতের অপভ্রংশ রূপ গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলি

>>>>>>>>> তথ্য কণিকা :

ক্র:	গ্রন্থ	রচয়িতা
০১	বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা	✓ গোপাল হালদার
০২	বাংলা সাহিত্যের কথা	✓ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
০৩	বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত	✓ ওয়াকিল আহমদ
০৪	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	✓ সুকুমার সেন
০৫	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	✓ কাজী দীন মোহাম্মদ
০৬	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	✓ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
০৭	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	✓ মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান
০৮	লোকসাহিত্য	✓ আশরাফ সিদ্দিকী
০৯	বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য	✓ আহমদ শরীফ
১০	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	✓ দীনেশচন্দ্র সেন
১১	সাহিত্য-সমীক্ষা	✓ সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
১২	ছন্দ সমীক্ষণ	✓ আব্দুল কাদির
১৩	ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব	✓ মুহম্মদ আব্দুল হাই
১৪	কবিতার কথা	✓ সৈয়দ আলী আহসান
১৫	বাঙালির ইতিহাস	✓ নীহাররঞ্জন রায়
১৬	আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য	✓ ড. মুহম্মদ এনামুল হক
১৭	লাল নীল দীপাবলী, কত নদী সরোবর	✓ ড. হুমায়ুন আজাদ
১৮	বৌদ্ধগান ও দোঁহা	✓ ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সংগ্রাহক)
১৯	আধুনিক বাংলা সাহিত্য	✓ মোহিতলাল মজুমদার

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলা আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা কী/ বাংলা আদি অধিবাসীগণ/ জনগোষ্ঠী কোন ভাষাভাষী ছিল?

ক. সংস্কৃত খ. বাংলা
গ. অস্ট্রিক ঘ. হিন্দি **গ**

২. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে-

ক. সংস্কৃত থেকে খ. পালি থেকে
গ. অপভ্রংশ থেকে ঘ. প্রাকৃত থেকে **ঘ**

৩. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়-

ক. সপ্তম খ্রিস্টাব্দে খ. সপ্তম খ্রিস্ট পূর্বাব্দে
গ. খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে ঘ. খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে **ক**

৪. বাংলা ভাষার বয়স কত?

ক. ১০০০ বছর খ. ২০০০ বছর
গ. ২৫০০ বছর ঘ. ২৭০০ বছর **ক**

৫. বাংলা সাহিত্যের 'রূপরেখা' গ্রন্থটির প্রণেতা-

ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. গোপাল হালদার
গ. ওয়াকিল আহমদ ঘ. সুকুমার সেন **খ**

বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ

❑ চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন। 'চর্যাপদ' থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে।

১. **প্রাচীন যুগ**- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ৯৫০ খ্রি. থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে ৬৫০ খ্রি. থেকে ১২০০ খ্রি.। প্রাচীন যুগের নিদর্শন- চর্যাপদ। এর ভাষা সান্ধ্য বা আলো আঁধারির ভাষা।

২. **মধ্যযুগ**- ১২০০ খ্রি. থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

মধ্যযুগের বাংলা ভাষার দুটি স্তর-

(i) **মধ্যযুগের আদিস্তর**- চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীকাল। এ স্তরের ভাষায় পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার প্রয়োগ ও সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার হয়।

এ স্তরের সাহিত্যিক নিদর্শন-

→ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন - বড়ু চণ্ডীদাস
→ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় - মালাধর বসু
→ রামায়ণ পাঁচালী - কৃত্তিবাস
→ মহাভারত পাঁচালী - কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী
→ মনসামঙ্গল - নারায়ণদেব, বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত
→ চণ্ডীমঙ্গল - মানিক দত্ত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দুটি ধারা:

(ক) কাহিনি কাব্য
(খ) গীতিকাব্য।

মধ্যযুগে নবজাগরণের মন্ত্রধ্বনি নিয়ে আগমন ঘটে শ্রীচৈতন্যকাব্য (১৪৮৬-১৫৩৩)।

শ্রীচৈতন্যদেবের নামানুসারে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা হয়।

(ক) চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগ (১২০০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দ)
(খ) চৈতন্য যুগ (১৫০০-১৬০০ খ্রিস্টাব্দ)
(গ) চৈতন্য পরবর্তী যুগ (১৬০১-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ)

বৈষ্ণব পদাবলী- বাংলা ও মৈথিলী ভাষার সংমিশ্রণে ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী লেখা হয়েছে।

(ii) মধ্যযুগের অন্তর্গত- ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী।

ষোড়শ শতাব্দী-বাংলা ভাষায়-আরবি-ফারসি শব্দের প্রভাব।

বাংলা ভাষার মার্জিত রূপ লাভ-ভারত চন্দ্র রায়গুণাকরের হাতে।

৩. **আধুনিক যুগ-**১৮০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রবাহমান। এ সময়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা, বিকাশ-পরিণতি ঘটে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভাষারীতি দুটি- সাধু ও চলিত।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলা সাহিত্যের যুগকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. ৪ টি খ. ৩ টি
গ. ৫ টি ঘ. ৬ টি **খ**

২. বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ-

ক. ৪৫০-৬৫০ খ. ৬৫০-৮৫০
গ. ৬৫০-১২০০ ঘ. ৬৫০-১২৫০ **গ**

৩. বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ কবে শুরু হয়?

ক. ১৮০১ খ. ১৯০১
গ. ২০০১ ঘ. ২০১১ **ক**

চর্যাপদ

- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদ।
- চর্যাপদ কবিতা বা গানের সংকলন।
- চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধনতত্ত্ব বা সাধন সঙ্গীত।

চর্যাপদের ভিন্ন নাম সমূহ

- আশ্চার্যচর্যাচয়
- চর্যাচর্যবিনিশ্চয়
- চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়
- চর্যাগীতিকোষ
- চর্যাগীতি

চর্যাপদ আবিষ্কারের প্রেক্ষাপট

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৮২ সালে 'Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' নামক গ্রন্থে কিছু কথা প্রকাশ করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এ গ্রন্থ থেকেই সর্বপ্রথম চর্যাপদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বাংলা, বিহার ও আসামের পুঁথি সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে মহামহোপাধ্যায় ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা 'রয়েল লাইব্রেরি' থেকে চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামক পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। চর্যাপদের সাথে আরো তিনটি গ্রন্থ পাওয়া যায়–

১. সরহপাদের দোহা ২. কৃষ্ণপাদের দোহা, ৩. ডাকার্ণব।

চর্যাপদের প্রকাশ

১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে উল্লেখিত চারটি গ্রন্থ চর্যাপদ, ডাকার্ণব, দোহাকোষ, সরহপাদ একত্রে 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়।

চর্যাপদ নেপালে পাওয়ার কারণ

পাল আমলে চর্যাপদের বিকাশ ঘটলেও সেন আমল ছিল চর্যাপদের জন্য দুঃসময়। সেন বংশ হিন্দু ধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কার রাজধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর পরে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ এ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই বাংলা সাহিত্যের এই আদি নিদর্শন চর্যাপদ বাংলার বাহিরে নেপালে পাওয়া যায়।

চর্যাপদের রচনাকাল

সাধারণভাবে ধরা হয় চর্যাপদের রচনাকাল ৬৫০-১২০০ খ্রি. = ৫৫০ বছর। চর্যাপদের পদগুলোর রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন।

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতামত–

ভাষা পণ্ডিতগণ	চর্যাপদের রচনাকাল
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে	৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ।
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ অধিকাংশের মতে	৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দে।
ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, মণীন্দ্রমোহন বসু প্রমুখ পণ্ডিত মতে	খ্রিস্টীয় দশম-দ্বাদশ।
ড. সুকুমার সেনের মতে	দশম হতে মধ্য চতুর্দশ শতাব্দী।

তবে চর্যাপদের রচনাকাল সম্পর্কে সুনীতিকুমার ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার মতামত দুইটিই সর্বজনগৃহীত।

চর্যাপদের বয়স

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে, ২০২২ সাল অনুযায়ী (৬৫০ থেকে ২০২২) বছর = ১৩৭২ বছর (প্রায়)।
- ড. সুীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ অধিকাংশের মতে, ২০২২ সাল অনুযায়ী (৯৫০ থেকে ২০২২) বছর = ১০৭২ বছর।

চর্যাপদের ভাষা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা কিংবা প্রাচীন বঙ্গকামরূপি। এছাড়াও অপভ্রংশ, হিন্দি, মৈথিলী, অসমিয়া, উড়িয়া ভাষার শব্দের প্রয়োগ আছে। এ কারণে অসমিয়া, উড়িয়া, মৈথিলী ভাষাভাষী পণ্ডিতগণ চর্যাপদকে নিজেদের সাহিত্য হিসেবে দাবি করেছেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে বিজয়চন্দ্র মজুমদার History of the Bengali Language গ্রন্থে চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা না বলে মতামত দেন। তবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, 'সেকালের বাংলা, অসমিয়া ও উড়িয়া ভাষার পার্থক্য ছিল সামান্যই'। এই ভাষাগুলোকে বাংলার সহোদর ভাষাগোষ্ঠী বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর The Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) গ্রন্থে চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রথম আলোচনা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে চর্যাপদ বাংলা ভাষায় রচিত। চর্যাপদ সন্ধ্যা বা সান্ধ্য বা আলো-আঁধারি ভাষায় রচিত।

চর্যাপদের পদকর্তা ও পদসংখ্যা

- পদগুলোর পদকর্তাগণ 'সিদ্ধাচার্য' বা 'মহাসিদ্ধা' নামে খ্যাত। তাঁরা গুরুপ্রদত্ত তন্ত্রমতে দীক্ষিত এবং তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের রচয়িতা ২৩ জন।
- সুকুমার সেনের মতে চর্যাপদের রচয়িতা ২৪ জন।

পদকর্তা	পদসংখ্যা	পদকর্তা	পদসংখ্যা
কাহ্নপা	১৩টি	ভুসুকুপা	৮টি
সরহপা	৪টি	কুক্কুরীপা	৩টি
লুইপা	২টি	শবরপা	২টি
শান্তিপা	২টি		
বিরুপা, গুণ্ডুরীপা, চাটিল্লপা, ডোম্বীপা, আর্যদেবপা, ঢেণ্ডনপা, দারিকপা, ভাদেপা, তাড়কপা, কঙ্কণপা, জয়নন্দীপা, ধর্মপা, তন্ত্রীপা, মহীদরপা, কম্বলরপা, বীণাপা			প্রত্যেকে ১টি করে পদ রচনা করেন।

- লাড়ীডোম্বীপার কোনো পদ পাওয়া যায়নি।
- তন্ত্রীপার ২৫টি পদটি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

চর্যাপদের কবিগণের পরিচয়

লুইপা :

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার মতে তিনি বাংলাদেশের ছিলেন।
- সংস্কৃত ভাষায় তিনি ৫টি গ্রন্থ রচনা করেন।
- 'অভিসময় বিভঙ্গ' রচয়িতা– লুইপা।
- চর্যাপদের আদি সিদ্ধাচার্য– লুইপা।
- লুইপা প্রথম জীবনে লেখক ছিলেন– উড়িষ্যর এবং মন্ত্রীর গুরু ছিলেন।

ঢেণ্ডণপা :

- ঢেণ্ডণপা পেশায় তাঁতি ছিলেন। তার পদে বাঙালি জীবনের দারিদ্র্যের চিত্র ফুটে উঠেছে। তার বিখ্যাত পদ নং- ৩৩ (১টি মাত্র পদ) যেমন:

  টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী
  হাড়িত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী– ঢেণ্ডণপা। পদ নং-৩৩।
  অর্থ : টিলার বা পাহাড়ের উপর আমার ঘর, কোনো প্রতিবেশী নেই। হাড়িতে ভাত নেই, অথচ প্রতিদিন প্রেমিকরা এসে ভীড় করে /নিত্য অতিথি আসে।

- নবম শতকের কবি ঢেণ্ডণপা জন্ম গ্রহণ করেন– উজ্জয়িনী, অবন্তিনগর।
- ঢেণ্ডণ শব্দের অর্থ ঢেঁড়ি অর্থাৎ ডুগডুগি বাজিয়ে ভিক্ষা মাগে যে।
- তাঁর পদের বিষয় হলো লোক পরিচিত ও প্রহেলিকা মালা। তাঁর আসল নাম ঢেণডস।

শবরপা :

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার মতে তিনি বাংলাদেশের লোক ছিলেন এবং জীবনকাল ৬৮০-৭৩২ পর্যন্ত। তিনি ব্যাধ (হরিণ শিকারী) ছিলেন।
- সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় তার গ্রন্থ ১৬টি।
- শবরপার রচিত পদের মূল বিষয় হলো– শবর-শবরীর প্রেম কাহিনি।
- 'নানা তরুবর মৌলিল রে লাগেলী ডালী'– শবরপা রচিত পদ।
- তাইলা বাড়ী পাসে রে জোহ্ন বাড়ী তা এলা ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ ফুলিয়া।–শবর পা।

বিরুআপা:

- বীরূপার কবিতায় যে চিত্র পাওয়া যায় : শুঁড়িবাড়ি।
- 'শুঁড়িবাড়ি' নিয়ে লিখিত চর্যাপদের পদ-৩ নং।
- শুঁড়িবাড়ি অর্থ– মদ উৎপাদন ও বিক্রয়কেন্দ্র।
- বীররূপা সোমপুরবিহারে বাস করতেন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি ত্রিপুরার অধিবাসী ছিলেন।
- অনাচারের দায়ে বিহার থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তিনি।
- বিরূপার গুরু ছিলেন জালন্ধরীপাদ।

ভুসুকুপা :

- তিনি সৌরাষ্ট্রের রাজপুত্র ছিলেন, শেষ জীবনে নালন্দা বৌদ্ধ বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান করেন।
- 'তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীসই' যে কবির রচনা- ভুসুকুপা।
- তিনি অশ্বারোহী সৈনিক ছিলেন।
- বাঙালি জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়– ভুসুকুপা রচিত পদসমূহে।
- ভুসুকুপা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের শীষ্য ছিলেন। তার ৪৯ নং পদে 'বঙ্গালদেশ' ও বাঙ্গালির কথা উল্লেখ আছে।
- ভুসুকুপার প্রকৃত নাম– শান্তিদেব।

কাহ্নপা :

- 'জে জে আইলা তে তে গেলা' যে কবির রচিত পদ– কাহ্নপা।
- চর্যাপদের সর্বাধিক পদ রচিয়তা–কাহ্নপা। তার রচিত পদ সংখ্যা ১৩টি। তাঁর জন্ম উড়িষ্যায়। তিনি সোমপুর বিহারে বাস করতেন। তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রে এবং প্রাচীন সঙ্গীতকলায় দক্ষ ছিলেন। তিনি অপভ্রংশ ভাষায় দোহাকোষ রচনা করেন। তিনি পণ্ডিত ভিক্ষু নামে পরিচিত।
- সমাজ জীবনের কথা সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে– কাহ্নপার পদে।

ডোম্বীপা :

- ত্রিপুরা বা মগধের রাজা ছিলেন– ডোম্বীপা। তাঁর পদে গঙ্গা (পদ্মা) ও যমুনা নদীর কথা উল্লেখ আছে।
- ডোম্বীপার শখ ছিল– দেশ ভ্রমণ।

মহীধরপা :

- তাঁর পদের ভাষা প্রাচীন মৈথিলি।
- মহীধরপার পদে পাপ ও পুণ্যকে দুটি শিকলের সাথে তুলনা করে তা ছিন্ন করে মহারস পান করার কথা বলা হয়েছে।

বীণাপা :

- চন্দ্র ও সূর্যের চমৎকার উপমা পাওয়া যায়– বীণাপার পদে।

দরিকপা :

- দারিকপার আসল নাম– ইন্দ্রপাল। তাঁর রচিত পদটি প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত।

ভাদেপা :

- তিনি কাহ্নপার শিষ্য ছিলেন।
- পেশায় চিত্রকর ছিলেন– ভাদেপা।

কঙ্কণপা :

- বাংলার সঙ্গে অপভ্রংশের রূপ পাওয়া যায়– কঙ্কণপার পদে।
- বিষ্ণুনগরের রাজা ছিলেন– কঙ্কণপা।

ধর্মপা/ধামপা :

- বিক্রমপুর জন্মগ্রহণ করেন– ধর্মপা।

কুক্কুরীপা :

- ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন– কুক্কুরীপা।
- তাকে প্রাচীনতম মহিলা কবি বলে ধারণা করা হয়।
- শহীদুল্লাহর মতে কুক্কুরীপা ছিলেন– বাংলাদেশের।

- ছলনাময়ী নারীমূর্তি মেলে কুক্কুরীপা রচিত পদে। ২নং পদে তিনি বলেছেন–
  'দিসসহি বহুড়ী কাউহি ডর ভাই।
  রাতি ভইলে কামরুজাই।'
  (অর্থ : দিনের বেলা যে বউটি কাককেও ভয় পায়, রাতে সেই কামরু যায়)
- চর্যাপদে পদ্মা নদীকে পউয়াল বলা হয়েছে।
- কুক্কুরীপা তিব্বতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী একটি নেড়ি কুকুর পুষতেন।

সরহপা :

- তাঁর পদের ভাষা– বঙ্গকামরুপী। তিনি অপভ্রংশ ভাষায় দোহাকোষ রচনা করেন।
- সরহপাদের চর্যাগানের মূল বিশেষত্ব হলো– তান্ত্রিক যোগাচার পালনের সহজ আদর্শ।
- সরহপা পদাবলির ভাষা– বঙ্গ-কামরূপি।

চাটিলপা :

- নদী, সাঁকো, কাঁদা, জলের বেগ, গাছ ইত্যাদির কথা উল্লেখ পাওয়া যায়– চাটিলপারপদে।

শান্তিপা :

- তার পদের ভাষা প্রাচীন মৈথিলি।
- তিনি বিহারের বিক্রমশীলায় বাস করতেন।
- শান্তিপার প্রকৃত নাম– রত্নাকর।

আর্যদেব পা :

- তিনি মেবারের রাজা ছিলেন এবং তার পদের ভাষা উড়িয়া।

নব চর্যাপদ

- নব চর্যাপদ হলো– চর্যাপদের অনুরূপ রচনা বা সাহিত্য।
- নব চর্যাপদের রচনাকাল (১৩-১৬ শতক)।
- নব চর্যাপদ ১৯৮৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন– ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
- নব চর্যাপদ নেপাল থেকে আবিষ্কার করেন/সংগ্রহ করেন–ড. শশীভূষণ দাশ গুপ্ত (১৯৬৩)। ড. শশীভূষণ দাস গুপ্ত নেপাল ও তরাইভূমি থেকে আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেন ২৫০ টি পদ। এর মধ্যে ৯৮টি পদ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু তিনি মারা যান। এরপর ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৮টি পদ ১৯৮৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন।
- নব চর্যাপদের মোট পদসংখ্যা-২৫০টি, কিন্তু প্রকাশিত ৯৮টি পদ।

নতুন চর্যাপদ

- নতুন চর্যাপদ মূলত বজ্রযানী দেবদেবীদের আরাধনার গীত।
- নতুন চর্যাপদ আবিষ্কার করেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোঃ শাহেদ (২০০৮ সালে নেপাল থেকে।)
- নতুন চর্যাপদ প্রকাশ পায় ২০১৭ সালে বাংলা একাডেমি বইমেলা।
- নতুন পর্যাপদ মোট পদ সংখ্যা = ৪১৩টি।
- নতুন চর্যাপদের ভূমিকা অংশটি বিভক্ত– ৪টি ভাগে।
- চর্যার নতুন কবি বলা হয়– আবধূ বিনয়শ্রীকে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ / আদি নিদর্শন কোনটি?

ক. শ্রীকৃষ্ণবিজয় খ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ. শূন্যপুরাণ ঘ. চর্যাপদ **ঘ**

২. প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কী?

ক. লায়লী-মজনু খ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ. চর্যাপদ ঘ. পদ্মাবতী **গ**

৩. 'চর্যাপদ' কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?

ক. সনাতন হিন্দু খ. সহজিয়া বৌদ্ধ
গ. জৈন ঘ. হরিজন **খ**

৪. চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে?

ক. আরাকান রাজগ্রন্থাগার থেকে
খ. বাঁকুড়ার এক গ্রহস্থের গোয়ালঘর থেকে
গ. নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে
ঘ. সুদূর চীন দেশ থেকে **গ**

৫. 'চর্যাপদ' রচনাটি বাংলা সাহিত্যের কোন যুগের কাব্য নিদর্শন?

ক. আদিযুগ
খ. মধ্যযুগ
গ. আধুনিক যুগ
ঘ. অতি আধুনিক যুগ **ক**

এক কথায় উত্তর

১। **বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন শতাব্দীতে?**

– সপ্তম শতকে।

২। **বাংলাভাষা কোন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?**

– ইন্দো-ইউরোপীয়।

৩। **বাংলা ভাষার আনুমানিক বয়স কত?**

– চৌদ্দশত বছর বা এক হাজার বছরের অধিক।

৪। **বাংলা ভাষার পূর্ব স্তরের নাম কী?**

– প্রাকৃত।

৫। **সহোদর ভাষাগোষ্ঠী–**

– বাংলা ও অসমিয়া।

৬। **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন প্রাকৃত স্তর থেকে?**

– গৌড়ীয় অপভ্রংশ।

৭. **প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন কী?**

– চর্যাপদ ।

৮. **চর্যাপদের আদি কবি/বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম কবি কে?**

– শবরপা। (শহিদুল্লাহর মতে) লুইপা।

৯. **চর্যাপদে সবচেয়ে বেশি পদ কে রচনা করেন?**

– কাহ্নপা।

১০. **কতজন কবি চর্যাপদ রচনা করেছেন?**

– ২৪ জন।

১১. **চর্যাপদ কতটি পদের সংকলন?**

– একান্নটি। তবে উদ্ধার করা হয়েছে সাড়ে ছেচল্লিশটি।

১২. **চর্যাপদের ভাষায় কোন অঞ্চলের ভাষার নমুনা পরিলক্ষিত হয়?**

– পশ্চিম বাংলার প্রাচীন কথ্য ভাষার।

১৩. **বৌদ্ধদের কোন সম্প্রদায়ের সাধকগণ চর্যাপদ রচনা করেন?/চর্যাপদ কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?**

– সহজিয়া বৌদ্ধ।

১৪. **চর্যাপদ কোথায় সংরক্ষিত ছিল?**

– নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারে।

১৫. **চর্যাপদে কতটি প্রবাদবাক্য পাওয়া যায়?**

– ছয়টি।

১৬. **চর্যাপদের ভাষাকে পণ্ডিতগণ কোন ধরনের ভাষা বলেছেন?**

– সান্ধ্য ভাষা বা আলো আঁধারের ভাষা।

১৭. **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কবে সম্পাদিত আকারে চর্যাপদ প্রকাশ করেন?**

– ১৯১৬ সালে।

১৮. **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাপদ' যে গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন তার নাম হল–**

– হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা।

১৯. **কোন সাহিত্যকর্মে সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ আছে?**

– চর্যাপদ।

২০. **বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গ্রন্থ কোনটি?**

– চর্যাপদ।

২১. **কোন রাজবংশের আমলে চর্যাপদ রচনা শুরু হয়?**

– পাল আমলে।

২২. **বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ 'চর্যাপদে'র রচনাকাল**

– সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক।

২৩. **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কাকে চর্যার আদি কবি মনে করেন?**

– লুইপা।

২৪. **চর্যাপদ প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?**

– বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

২৫. **ড. শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের ভাষা–**

– বঙ্গকামরুপী।

২৬. **কোন পণ্ডিত চর্যাপদের পদগুলো টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন?**

– মুনিদত্ত।

২৭. **চর্যাপদ যে বাংলা ভাষায় রচিত, এটি প্রথম প্রমাণ করেন কে?**

– ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২৮. **চর্যাপদ হলো মূলত–**

– গানের সংকলন।

Teacher's Work

১. কেন্তুমের কোন দুটি শাখা এশিয়ার অন্তর্গত? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. হিত্তিক ও তুখারিক খ. তামিল ও দ্রাবিড়
গ. আর্য ও অনার্য ঘ. মাগধী ও গৌড়ী

২. 'রুখের তেন্তুলি কুমীরে খাই'-এর অর্থ কী? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. তেজি কুমিরকে রুখে দিই
খ. বৃক্ষের শাখায় পাকা তেঁতুল
গ. গাছের তেঁতুল কুমিরে খায়
ঘ. ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হয়

৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি কী? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. পণ্ডিত খ. বিদ্যাসাগর
গ. শাস্ত্রজ্ঞ ঘ. মহামহোপাধ্যায়

৪. 'চর্যাপদে'র প্রাপ্তিস্থান কোথায়? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. বাংলাদেশ খ. নেপাল
গ. উড়িষ্যা ঘ. ভুটান

৫. চর্যাপদে কোন ধর্মমতের কথা আছে? *[৪০তম বিসিএস]*
ক. খ্রীষ্টধর্ম খ. প্যাগনিজম
গ. জৈনধর্ম ঘ. বৌদ্ধধর্ম

৬. উল্লিখিতদের মধ্যে কে প্রাচীন যুগের কবি নন? *[৪০তম বিসিএস]*
ক. কাহ্নপাদ খ. লুইপাদ
গ. শান্তিপাদ ঘ. রমনীপাদ

৭. 'সান্ধ্যভাষা' কোন সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত? *[৩৮তম বিসিএস]*
ক. চর্যাপদ খ. পদাবলি
গ. মঙ্গলকাব্য ঘ. রোমান্সকাব্য

৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে কোনটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র লেখা? *[৩৭তম বিসিএস]*
ক. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য খ. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
গ. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঘ. বাংলা সাহিত্যের কথা

৯. 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর অর্থ কি? *[৩৭তম বিসিএস]*
ক. কোনটি চর্যাগান, আর কোনটি নয়
খ. কোনটি আচরণীয়, আর কোনটি নয়
গ. কোনটি চরাচরের, আর কোনটি নয়
ঘ. কোনটি আচার্যের, আর কোনটি নয়

১০. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম কি? *[৩৭তম বিসিএস]*
ক. Buddhist Mystic Songs
খ. চর্যাগীতিকা
গ. চর্যাগীতিকোষ
ঘ. হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা

১১. মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের নাম কি? *[৩৭তম বিসিএস]*
ক. বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান
খ. আধুনিক বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান
গ. ধ্বনিবিজ্ঞানের কথা
ঘ. ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

১২. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন কোনটি? *[৩৫তম বিসিএস]*
ক. নিরঞ্জনের উষ্মা খ. গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস
গ. দোহাকোষ ঘ. ময়নামতির গান

১৩. সবচেয়ে বেশি চর্যাপদ পাওয়া গেছে কোন কবির? *[৩৫তম বিসিএস]*
ক. লুইপা খ. ভুসুকুপা
গ. শবরপা ঘ. কাহ্নপা

১৪. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন কোনটি? *[৩৫তম বিসিএস]*
ক. নিরঞ্জনের উষ্মা খ. গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস
গ. দোহাকোষ ঘ. ময়নামতীর গান

১৫. বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ। *[৩৪তম বিসিএস]*
ক. ৪৫০-৬৫০ খ. ৬৫০-৮৫০
গ. ৬৫০-১২০০ ঘ. ৬৫০-১২৫০

১৬. 'চর্যাপদ' কত সালে আবিষ্কৃত হয়? *[৩৪তম বিসিএস]*
ক. ১৮০০ সালে খ. ১৮৫৭ সালে
গ. ১৯০৭ সালে ঘ. ১৯০৯ সালে

১৭. চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা? *[৩৩তম বিসিএস]*
ক. অক্ষরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. স্বরবৃত্ত ঘ. অমিত্রাক্ষর ছন্দ

১৮. The Origin and Development of bengali Language' গ্রন্থটি রচনা করেছেন- *[৩৩তম বিসিএস]*
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
খ. ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ঘ. স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন

১৯. কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন? *[৩০তম বিসিএস]*
ক. গোবিন্দ দাস খ. কায়কোবাদ
গ. কাহ্নপা ঘ. ভুসুকুপা

২০. বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কত সালে? *[৩০তম বিসিএস]*

ক. ২০০৭ সালে খ. ১৯০৭ সালে
গ. ১৯১৬ সালে ঘ. ১৯০৯ সালে

২১. কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন? *[৩০তম বিসিএস]*

ক. গোবিন্দ দাস খ. কায়কোবাদ
গ. কাহ্ন পা ঘ. ভুসুকুপা

২২. বাংলা সাহিত্যের আদি কবি কে? *[২৯তম বিসিএস]*

ক. কাহ্নপা খ. ডেগুনপা
গ. লুইপা ঘ. ভুসুকুপা

২৩. বাংলা সাহিত্যের আদি কবি কে? অথবা, চর্যাপদের আদি কবি কে? *[২৯তম বিসিএস]*

ক. কাহ্নপা খ. ঢেণ্ঢনপা
গ. লুইপা ঘ. ভুসুকুপা

২৪. বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ কোনটি? *[২৯তম বিসিএস]*

ক. প্রভু যিশুর বাণী খ. কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ
গ. ফুলমণি ও করুণার বিবরণ ঘ. মিশনারি জীবন

২৫. চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে? *[২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়াল ঘর থেকে
খ. আরাকান রাজগ্রন্থাগার থেকে
গ. নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে
ঘ. সুদূর চীন দেশ থেকে

২৬. চর্যাপদের বয়স আনুমানিক কত বছর? *[২৮তম বিসিএস]*

ক. ৮০০ বছর খ. ১০০০ বছর
গ. ১১০০ বছর ঘ. ১২০০ বছর

২৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কার রচনা? *[২৭তম; ২৫তম ও ২২তম বিসিএস]*

ক. দীনেশচন্দ্র সেন খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঘ. মুহম্মদ এনামুল হক

২৮. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের নাম– *[২৬তম বিসিএস]*

ক. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
খ. বাংলা সাহিত্যের কথা
গ. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
ঘ. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

২৯. কোনটি মুহাম্মদ এনামুল হকের রচনা? *[২৫তম বিসিএস]*

ক. ভাষার ইতিবৃত্ত
খ. আধুনিক ভাষাতত্ত্ব
গ. মনীষা-মঞ্জুষা
ঘ. বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান

৩০. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক) কারা রচনা করেন? *[২২তম বিসিএস]*

ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও সৈয়দ হাসান আলী
খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মুহম্মদ আব্দুল হাই
গ. মুহম্মদ আব্দুল হাই, আনিসুজ্জামান ও আনোয়ার পাশা
ঘ. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান

৩১. বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য সংকলন চর্যাপদের আবিষ্কারক- *[১৭তম বিসিএস]*

ক. ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
খ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. ড. সুকুমার সেন
ঘ. রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

৩২. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে নিম্নোক্ত একটি ভাষা থেকে- *[১৭তম বিসিএস]*

ক. সংস্কৃত খ. পালি
গ. প্রাকৃত ঘ. অপভ্রংশ

৩৩. বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল কোনটি? *[১৪তম বিসিএস]*

ক. দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী
খ. একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী
গ. দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী
ঘ. ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী

৩৪. ভারতীয় মৌলিক লিপি কোনটি?

ক. ব্রাহ্মী খ. কুটিল
গ. খরোষ্ঠী ঘ. নাগরী

৩৫. 'প্রাকৃত' কথার অর্থ কোনটি?

ক. প্রকৃত খ. যথার্থ
গ. স্বাভাবিক ঘ. যা করা হয়েছে

৩৬. 'একদা মরণ-সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া কোন এক আরবীয় সাধক বলিয়াছিলেন'-এ বাক্যাংশটি কোন রীতিতে লিখিত?

ক. চলিতরীতি খ. সাধুরীতি
গ. মিশ্ররীতি ঘ. বিদেশীরীতি

৩৭. মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনি সমষ্টিকে বলে-

ক. বর্ণ খ. শব্দ
গ. বাক্য ঘ. ভাষা

৩৮. মনের ভাবপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম কোনটি?

ক. চিত্র খ. ভাষা
গ. ইঙ্গিত ঘ. আচরণ

৩৯. উপভাষা (Dialect) কোনটি?

ক. সাহিত্যের ভাষা

খ. পাঠ্যপুস্তকের ভাষা

গ. লেখ্য ভাষা

ঘ. অঞ্চল বিশেষের মানুষের মুখের ভাষা

৪০. পৃথিবীতে বর্তমানে কতগুলো ভাষা প্রচলিত?

ক. ৩৫০০ প্রায় খ. ৫০০০ প্রায়

গ. ১০০০ প্রায় ঘ. ৬৭০০ প্রায়

৪১. বাংলা আদি অধিবাসীগণ কোন ভাষাভাষী ছিল?

ক. সংস্কৃত খ. বাংলা

গ. অস্ট্রিক ঘ. হিন্দি

৪২. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কয়টা শাখা?

ক. একটা খ. দুইটা

গ. তিনটা ঘ. চারটা

৪৩. বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে যেখান থেকে-

ক. ইন্দো-ইউরোপীয় খ. ইন্দো-দ্রাবিড়িয়ান

গ. আর্য ঘ. আর্য-ইউরোপীয়

৪৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি-

ক. মাগধী প্রাকৃত খ. পালি প্রাকৃত

গ. সৌরসেনী প্রাকৃত ঘ. শতম-ভাষা

৪৫. বাংলা লিপির গঠনকার্য কোন আমলে শুরু হয়?

ক. গুপ্ত আমলে খ. পাল আমলে

গ. সেন আমলে খ + গ

৪৬. 'বাংলা ভাষা' ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কোন শাখা থেকে উৎপত্তি লাভ করে?

ক. কেন্তুম খ. আর্য

গ. শতম ঘ. সংস্কৃত

৪৭. দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার অবস্থান-

ক. সপ্তম খ. চতুর্থ

গ. দশম ঘ. প্রথম

৪৮. কুটিল লিপি কোন জায়গার প্রচলিত রূপ?

ক. রাজস্থান থেকে গুজরাট খ. উড়িষ্যা থেকে পূর্বাঞ্চল

গ. উড়িষ্যা থেকে পশ্চিমাঞ্চল গ. গুজরাট থেকে মধ্যপ্রদেশ

৪৯. বর্তমানে বাংলাদেশের কোথায় অশোকের লিপি রয়েছে?

ক. কুমিল্লার লালমাই পাহাড় খ. নওগাঁর সোমপুর বিহারে

গ. বগুড়া মহাস্থানগড়ে ঘ. কুমিল্লার শালবনের বিহারে

৫০. ভারতীয় লিপিমালার উৎপত্তি ঘটে কিভাবে?

ক. ভারতের চিত্রলিপিকে অবলম্বন করে

খ. ভাতরতের ভাস্কর্যকে অবলম্বন করে

গ. বাংলার চিত্রলিপিকে অবলম্বন করে

ঘ. বাংলার প্রত্নতত্ত্বকে অবলম্বন করে

৫১. বর্তমানে কোন লিপি খরোষ্ঠী লিপির পরিচয় বহন করেছে?

ক. সংস্কৃত লিপি খ. উর্দু লিপি

গ. হিন্দি লিপি ঘ. বাংলা লিপি

৫২. বাংলা লিপি স্থায়ী রূপ লাভ করে কখন?

ক. পাল আমলে খ. গুপ্ত আমলে

গ. সেন আমলে ঘ. পাঠান আমলে

৫৩. এদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি ভাষা জানতেন?

ক. বিদ্যাসাগর খ. আলাওল

গ. বেগম রোকেয়া ঘ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৫৪. বাংলা ভাষার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় কোন ভাষার?

ক. সংস্কৃত ভাষার খ. হিন্দি ভাষার

গ. ফারসি ভাষার ঘ. মুণ্ডারি ভাষার

৫৫. ব্রাহ্মীলিপির পূর্ববর্তী লিপি কোনটি?

ক. তাম্র লিপি খ. খরোষ্ঠী লিপি

গ. কুটিল লিপি ঘ. দেবনাগরী লিপি

৫৬. সংস্কৃত ভাষা হলো-

ক. লেখ্য ভাষা খ. ভারতের রাষ্ট্র ভাষা

গ. কথ্য ভাষা ঘ. বৌদ্ধদের ভাষা

৫৭. বাংলা ভাষায় সাধুরীতির আগমন ঘটে কোন ভাষা থেকে?

ক. সংস্কৃত ভাষা খ. হিন্দি ভাষা

গ. আঞ্চলিক ভাষা ঘ. উর্দু ভাষা

৫৮. কোন বাক্যটি সাধু ভাষার?

ক. তারা চলিয়া গেল খ. তাহারা চলে গেল

গ. তাহারা চলিয়া গেল ঘ. তারা চলে গেল

৫৯. ভাষার কোন রীতির সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠন পদ্ধতি মেনে চলে?

ক. কথ্যরীতিতে খ. আঞ্চলিকরীতিতে

গ. চলিতরীতিতে ঘ. সাধুরীতিতে

৬০. বাংলা ভাষার বয়স কত?

ক. ১০০০ বছর খ. ২০০০ বছর

গ. ২৫০০ বছর ঘ. ২৭০০ বছর

৬১. কোন গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস?
ক. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য
খ. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
গ. বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস
ঘ. বাংলা সাহিত্যে গদ্য

৬২. 'বাংলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থটি রচনা করেন-
ক. মুহম্মদ আব্দুল হাই খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. সৈয়দ আলী আহসান ঘ. এনামুল হক

৬৩. 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' কে রচনা করেন?
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. মুনীর চৌধুরী
গ. মুহম্মদ আব্দুল হাই ঘ. কোনটিই নয়

৬৪. 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থটির রচয়িতা-
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. এনামুল হালদার
গ. গোপাল হালদার ঘ. আব্দুল কাদির

৬৫. কোন গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস?
ক. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য
খ. বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস
গ. বাংলা সাহিত্যে গদ্য
ঘ. লোক সাহিত্য

৬৬. 'বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' গ্রন্থটি রচনা করেন?
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. ড. দীনেশচন্দ্র সেন
গ. ড. সুকুমার সেন ঘ. ড. ওয়াকিল আহমদ

৬৭. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের গ্রন্থ-
ক. বাঙলা ভাষার ইতিবৃত্ত
খ. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
গ. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
ঘ. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক)

৬৮. বাংলা ভাষার মধ্যযুগ-
ক. ৯০১ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ
খ. ১২০১ থেকে ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দ
গ. ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ
ঘ. ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান

৬৯. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে কয়টি যুগে ভাগ করেছেন?
ক. দুটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

৭০. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন?
ক. দুটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

৭১. ড. মুহম্মদ এনামুল হক মধ্যযুগকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন?
ক. দুটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

৭২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতানুযায়ী মধ্যযুগের ভাগ দুটি কি কি?
ক. সুলতানী আমল ও মোগল আমল
খ. পাঠান আমল ও সুলতানী আমল
গ. পাঠান আমল ও মোগল আমল
ঘ. তুর্কি আমল ও মোগল আমল

৭৩. রবীন্দ্রযুগ কোন সময়কে বলা হয়?
ক. ১৯১০-১৯৫০ খ. ১৯০১-১৯২১
গ. ১৯০১-১৯৪০ গ. ১৯০১-১৯৩০

৭৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কত বছরের পুরনো বলে মনে করা হয়?
ক. এক হাজার খ. দুই হাজার
গ. তিন হাজার ঘ. চার হাজার

৭৫. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাপদ' যে গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন তার নাম হল–
ক. চর্যাপদাবলি
খ. হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা
গ. চর্যাচর্যবিনিশ্চয়
ঘ. চর্যাগীতিকা

৭৬. 'চর্যাপদ' কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?
ক. সনাতন হিন্দু খ. সহজিয়া বৌদ্ধ
গ. জৈন ঘ. হরিজন

৭৭. কোন সাহিত্যকর্মে সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ আছে?
ক. চর্যাপদ খ. গীতিগোবিন্দ
গ. পদাবলি ঘ. চৈতন্যজীবনী

৭৮. প্রাপ্ত চর্যাপদের পদকর্তা কতজন?
ক. ১৯ খ. ২৩
গ. ২৫ ঘ. ২৭

৭৯. চর্যাপদের কোন পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায়?
ক. ১০নং পদ খ. ১৬নং পদ
গ. ১৮নং পদ ঘ. ২৩নং পদ

৮০. শবরপা কে ছিলেন?
ক. লুইপার গুরু খ. ১নং চর্যার রচয়িতা
গ. শবরীর প্রতি ঘ. হস্তীবিশারদ

৮১. চর্যাপদ যে বাংলা ভাষার রচিত এটি প্রথম কে প্রমাণ করেন?
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ খ. ড. সুকুমার সেন
গ. ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৮২. 'খনার বচন' কী সংক্রান্ত?

ক. কৃষি খ. ব্যবসা

গ. শিল্প ঘ. রাজনীতি

৮৩. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কোনটি? অথবা, বাংলা ভাষায় সবচেয়ে পুরোনো যে পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে তার নাম কী?

ক. বৈষ্ণব পদাবলি খ. চর্যাপদ

গ. পুথি সাহিত্য ঘ. বাউল সঙ্গীত

৮৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কবে সম্পাদিত আকারে চর্যাপদ প্রকাশ করেন?

ক. ১৯০৭ সালে খ. ১৯০৯ সালে

গ. ১৯১৬ সালে ঘ. ১৯২৩ সালে

৮৫. বৌদ্ধদের কোন সম্প্রদায়ের সাধকগণ চর্যাপদ রচনা করেন?

ক. মহাযানী খ. সহজযানী

গ হীনযানী ঘ. বজ্রযানী

৮৬. বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন পাওয়া যায় কোথায়?

ক. আসামে খ. সোনারগাঁয়ে

গ. পশ্চিমবঙ্গে ঘ. নেপালে

৮৭. ড. সুনীতিকুমারের মতে, চর্যাপদের ভাষায় কোন অঞ্চলের ভাষার নমুনা পরিলক্ষিত হয়?

ক. নেপালের কথ্য ভাষা

খ. পূর্ববাংলার কথ্যভাষা

গ. পশ্চিম বাংলার প্রাচীন কথ্য ভাষা

ঘ. বুদ্ধের জীবনী

৮৮. চর্যাপদের বেশির ভাগ পদ কত চরণে রচিত?

ক. আট খ. চৌদ্দ

গ. বারো ঘ. দশ

৮৯. চর্যাপদের উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত টীকাকার কে?

ক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ. মুনিদত্ত

গ. সুনীতিকুমার ঘ. ড. শহীদুল্লাহ্

৯০. চর্যাপদের কতটি প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায়?

ক. ৪টি খ. ৫টি

গ. ৬টি ঘ. ৭টি

৯১. চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন কে? কত সালে?

ক. ড. সুনীতিকুমার, ১৯২৭

খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ১৯২৭

গ. ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৮২৭

ঘ. মুনিদত্ত, ১৯১৭

৯২. চর্যাপদ কতটি পদের সংকলন?

ক. সাড়ে ছেচল্লিশ (প্রাপ্ত সংখ্যা)

খ. একান্ন (সুকুমার সেনের মতে)

গ. পঞ্চাশ (শহীদুল্লাহ্‌র মতে)

ঘ. ক, খ, ও গ

৯৩. চর্যাপদের ভাষায় কোন ভাষাটির প্রভাব দেখা যায় না?

ক. অসমিয়া খ. উড়িয়া

গ. মৈথিলি ঘ. কোল ভাষা

উত্তরপত্র

০১	ক	০২	গ	০৩	ঘ	০৪	খ	০৫	ঘ	০৬	ঘ	০৭	ক	০৮	ঘ	০৯	খ	১০	ক
১১	ঘ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	গ	১৫	গ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	খ
২১	ঘ	২২	গ	২৩	গ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	খ	২৭	ক	২৮	খ	২৯	গ	৩০	ঘ
৩১	ক	৩২	গ	৩৩	ক	৩৪	ক	৩৫	গ	৩৬	খ	৩৭	ঘ	৩৮	খ	৩৯	ঘ	৪০	ক
৪১	গ	৪২	খ	৪৩	ক	৪৪	ক	৪৫	গ	৪৬	গ	৪৭	গ	৪৮	খ	৪৯	গ	৫০	ক
৫১	খ	৫২	ঘ	৫৩	ঘ	৫৪	ঘ	৫৫	খ	৫৬	ক	৫৭	ক	৫৮	গ	৫৯	ঘ	৬০	ক
৬১	খ	৬২	খ	৬৩	ক	৬৪	গ	৬৫	ঘ	৬৬	ঘ	৬৭	খ	৬৮	গ	৬৯	ঘ	৭০	গ
৭১	খ	৭২	খ	৭৩	গ	৭৪	ক	৭৫	খ	৭৬	খ	৭৭	ক	৭৮	খ	৭৯	ঘ	৮০	ক
৮১	ঘ	৮২	ক	৮৩	খ	৮৪	গ	৮৫	খ	৮৬	ঘ	৮৭	গ	৮৮	ঘ	৮৯	খ	৯০	গ
৯১	খ	৯২	ঘ	৯৩	ঘ														

Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

১। ভারতীয় উপমহাদেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর আদিম উৎস কী?
ক) মূল আর্যভাষা খ) বৈদিক ভাষা
গ) অনার্য ভাষা ঘ) সংস্কৃত ভাষা

২। বাংলা আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা কী/বাংলা আদি অধিবাসীগণ/ জনগোষ্ঠী কোন ভাষাভাষী ছিল?
ক) সংস্কৃত খ) বাংলা
গ) অস্ট্রিক ঘ) হিন্দি

৩। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা চিহ্নিত করুন?
ক) পালি খ) প্রাকৃত
গ) বৈদিক ঘ) ভোজপুরী

৪। বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে যেখান থেকে/বাংলা ভাষা কোন মূল ভাষার অন্তর্গত?
ক) দ্রাবিড় খ) ইউরালীয়
গ) ইন্দো-ইউরোপীয় ঘ) সেমেটিক

৫। ভারতীয় ভাষার নিদর্শন যে গ্রন্থে পাওয়া যায়, তার নাম–
ক) রামায়ণ খ) মহাভারত
গ) ঋগ্বেদ ঘ) চর্যাপদ

৬। ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা কোনটি?
ক) বাংলা খ) ইংরেজী
গ) ফরাসি ঘ) উর্দু

৭। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কয়টা শাখা?
ক) একটা খ) দুটো
গ) তিনটে ঘ) চারটে

৮। বাংলা ভাষার মূল উৎস কোনটি/বাংলা ভাষার পূর্ববর্তী স্তরের নাম কী?
ক) কানাড়ি ভাষা খ) পালি
গ) অপভ্রংশ ঘ) প্রাকৃত

৯। বাংলা শব্দের উদ্ভব হয়েছে-
ক) সংস্কৃত থেকে খ) পালি থেকে
গ) অপভ্রংশ থেকে ঘ) প্রাকৃত থেকে

১০। বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে নিম্নোক্ত একটি ভাষা থেকে/বাংলা ভাষার জন্ম কোন ভাষা থেকে?
ক) সংস্কৃত খ) পালি
গ) প্রাকৃত ঘ) অপভ্রংশ

১১। কোন যুগে বাংলা লিপি ও অক্ষরের গঠনকার্য শুরু হয়-
ক) পাঠান যুগ খ) সেন যুগ
গ) পাল যুগ ঘ) মোগল যুগ

১২। কোন শাসনামলে বাংলা লিপির স্থায়ী রূপ তৈরি করে অক্ষর গঠনের কাজ শুরু হয়?
ক) সেন যুগ খ) পাঠান যুগ
গ) পাল যুগ ঘ) মোগল যুগ

১৩। ভারতীয় মৌলিক লিপি কোনটি?
ক) ব্রাহ্মী খ) কুটিল
গ) খরোষ্ঠী ঘ) নাগরী

১৪। বাংলা লিপির উৎস কি/বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে কোন প্রাচীন লিপি থেকে?
ক) সংস্কৃত খ) চীনা লিপি
গ) আরবি লিপি ঘ) ব্রাহ্মী লিপি

১৫। ভারতীয় কোন লিপিমালা ডানদিক থেকে লেখা হয়?
ক) হিন্দি খ) মারাঠি
গ) গুজরাট ঘ) খরোষ্ঠী

১৬। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন কোনটি?
ক) নিরঞ্জনের উষ্মা খ) দোহাকোষ
গ) গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ঘ) ময়নামতীর গান

১৭। 'চর্যাপদ' রচনাটি বাংলা সাহিত্যের কোন যুগের কাব্য নিদর্শন?
ক) আদি যুগ খ) মধ্যযুগ
গ) আধুনিক যুগ ঘ) অতি আধুনিক যুগ

১৮। কোন সাহিত্যকর্মে সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ আছে?
ক) চর্যাপদ খ) গীতগোবিন্দ
গ) পদাবলি ঘ) চৈতন্যজীবনী

১৯। বাংলা সাহিত্যের আদিগ্রন্থ 'চর্যাপদ' এর রচনাকাল-
ক) সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক
খ) অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতক
গ) নবম থেকে চতুর্দশ শতক
ঘ) একাদশ থেকে চতুর্দশ শতক

২০। চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা?
ক) অক্ষরবৃত্ত খ) মাত্রাবৃত্ত
গ) স্বরবৃত্ত ঘ) অমিত্রাক্ষর ছন্দ

২১। প্রাপ্ত চর্যাপদের পদকর্তা কতজন?

ক) ১৯ খ) ২৩ গ) ২৫ ঘ) ২৭

২২। চর্যাপদে কতজন কবির পদ রয়েছে?

ক) ২৭ খ) ২৬ গ) ২৪ ঘ) ২৫

২৩। বাংলা সাহিত্যের আদি কবি কে?

ক) কাহ্নপা খ) চেগুনপা

গ) লুইপা ঘ) ভুসুকুপা

২৪। চর্যাপদের আদি কবি কে?

ক) কাহ্নপা খ) চেগুনপা

গ) লুইপা ঘ) ভুসুকুপা

২৫। হরপ্রসাদশাস্ত্রী কাকে চর্যার আদি কবি মনে করেন?

ক) লুইপা খ) কাহ্নপা

গ) ঢেগুণপা ঘ) ভুসুকুপা

২৬। সবচেয়ে বেশী চর্যাপদ পাওয়া গেছে কোন কবির?

ক) লুইপা খ) শবরপা

গ) ভুসুকুপা ঘ) কাহ্নপা

২৭। চর্যাগীতি রচনার সংখ্যাধিক্যের দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী কে?

ক) জয়দেব খ) ভুসুকুপা

গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ) কাহ্নপা

২৮। কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন?

ক) গোবিন্দদাস খ) কায়কোবাদ

গ) কাহ্নপা ঘ) ভুসুকুপা

২৯। 'সন্ধ্যাভাষা' কোন সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত?

ক) চর্যাপদ খ) পদাবলি

গ) মঙ্গলকাব্য ঘ) রোমান্সকাব্য

৩০। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদে প্রাপ্ত পদের সংখ্যা-

ক) ৪৬টি খ) সাড়ে ৪৬টি

গ) ৪৯টি ঘ) ৫০টি

৩১। চর্যাপদের কোন পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায়?

ক) ১০নং পদ খ) ১৬ নং পদ

গ) ১৮ নং পদ ঘ) ২৩ নং পদ

৩২। 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী' লাইনটি কোন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত?

ক) লোকসাহিত্য খ) ব্রজবুলি

গ) চর্যাপদ ঘ) বৈষ্ণব পদাবলি

৩৩। 'চঞ্চল চীএ পইঠা কাল' কোন কবির চর্যাংশ?

ক) বিরূপা খ) লুইপা

গ) শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর ঘ) কুক্কুরীপা

৩৪। 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী, হাড়ি ভাত নাহি নিতি আবেশী'। চর্যাপদের এ চরণ দু'টিতে কি বোঝানো হয়েছে?

ক) প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা

খ) আত্মীয়ের প্রতি ভালোবাসা

গ) দারিদ্র্যক্লিষ্ঠ জীবনের চিত্র

ঘ) একাকীত্বের কথা

৩৫। চর্যাপদ যে বাংলা ভাষায় রচিত এটি প্রথম কে প্রমাণ করেন?

ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ঘ) ড. এনামুল হক

৩৬। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের ভাষা-

ক) ব্রজবুলি খ) জগাখিচুড়ি

গ) সন্ধ্যাভাষা ঘ) বঙ্গ-কামরুপী

৩৭। কোন পণ্ডিত চর্যাপদের পদগুলোকে টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন?

ক) কাহ্নপা খ) লুইপা

গ) ডাকার্ণব ঘ) মুনিদত্ত

৩৮। চর্যাপদ হলো-

ক) একগুচ্ছ ধর্মোপদেশ খ) সাধন সঙ্গীত

গ) জীবনাচরণ পদ্ধতি ঘ) দেবী বন্দনা

উত্তরপত্র

১	গ	২	গ	৩	গ	৪	গ	৫	খ	৬	ক	৭	খ	৮	ঘ	৯	ঘ	১০	গ
১১	খ	১২	খ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	ক	১৮	ক	১৯	ক	২০	খ
২১	খ	২২	গ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	ঘ
৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	খ	৩৪	গ	৩৫	খ	৩৬	ঘ	৩৭	ঘ	৩৮	খ				

Self Study

১। 'বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে মাগধী প্রাকৃত থেকে'। এ মতের প্রবক্তা কে?

ক) স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন
খ) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
গ) ড. সুকুমার সেন
ঘ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২। বাংলা ভাষা কোন ভাষা থেকে এসেছে?

ক) সংকৃত খ) গৌড়ীয় প্রাকৃত
গ) হিন্দি ঘ) আসামি

৩। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন প্রাকৃত স্তর থেকে?

ক) মাগধী প্রাকৃত
খ) গৌড়ীয় প্রাকৃত
গ) মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত
ঘ) অর্ধ মাগীধ প্রাকৃত

৪। কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে বলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন?

ক) গৌড়ীয় অপভ্রংশ
খ) গৌড় অপভ্রংশ
গ) মাগধী অপভ্রংশ
ঘ) প্রাচীন অপভ্রংশ

৫। কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে?

ক) ভারতীয় আর্য খ) সংস্কৃত
গ) ইন্দো-ইউরোপীয় ঘ) বঙ্গকামরূপী

৬। 'অপভ্রংশ' কথাটির অর্থ কী?

ক) উন্নত খ) বিবৃত
গ) সাধারণ ঘ) বিকৃত

৭। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কার কাছে প্রত্যক্ষভাবে ঋণী?

ক) পালি খ) অপভ্রংশ
গ) অপ্রাকৃত ঘ) সংস্কৃত

৮। ভাষার জগতে বাংলার স্থান কোথায়/বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে বাংলার অবস্থান কততম/ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিচারে পৃথিবীতে বাংলা ভাষার স্থান কততম?

ক) ষষ্ঠ খ) সপ্তম
গ) অষ্টম ঘ) নবম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা *নবম-দশম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ মতে, চতুর্থ। বিশ্বের ভাষা নিয়ে অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান 'ইথনোগল' এর সর্বশেষ (২০১৫) প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলার অবস্থান সপ্তম।*

৯। বাংলা এবং মৈথিলী ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে তার নাম কী?

ক) মাগধী খ) অসমিয়া
গ) মরমিয়া ঘ) ব্রজবুলি

১০। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন কোনটি?

ক) মহাভারত খ) চর্যাপদ
গ) রামায়ণ ঘ) জঙ্গনামা

১১। বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ/আদি নিদর্শন কোনটি?

ক) শ্রীকৃষ্ণবিজয় খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ) শূণ্যপুরাণ ঘ) চর্যাপদ

১২। প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কী?

ক) লায়লী-মজনু খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ) চর্যাপদ ঘ) পদ্মাবতী

১৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গ্রন্থ কোনটি?

ক) চর্যাপদ খ) বৈষ্ণব পদাবলি
গ) ঐতরেয় আরণ্যক ঘ) দোহাকোষ

১৪। চর্যাপদ হলো মূলত/চর্যাপদ এক প্রকার-

ক) গানের সংকলন খ) কবিতার সংকলন
গ) প্রবন্ধের সংকলন ঘ) কোনোটিই নয়

১৫। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'- এর অর্থ কী?

ক) কোনটি আচার্যের, আর কোনটি নয়
খ) কোনটি আচরণীয়, আর কোনটি নয়
গ) কোনটি চরাচরের, আর কোনটি নয়
ঘ) কোনটি চর্যাগান, আর কোনটি নয়

১৬। 'চর্যাপদ' কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?

ক) সনাতন হিন্দু খ) সহজিয়া বৌদ্ধ

গ) জৈন ঘ) হরিজন

১৭। কোন রাজবংশের আমলে চর্যাপদ রচনা শুরু হয়?

ক) পাল খ) সেন

গ) মোগল ঘ) তুর্কি

১৮। চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে?

ক) আরাকান রাজগ্রন্থাগার

খ) বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়াল ঘর থেকে

গ) নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে

ঘ) সুদূর চীন দেশ থেকে

১৯। 'চর্যাপদ' কোথা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে/পাওয়া যায়?

ক) তিব্বত খ) বাংলাদেশ

গ) নেপাল ঘ) চীন

২০। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' আবিষ্কৃত হয় কত সালে?

ক) ২০০৭ সালে খ) ১৯০৭ সালে

গ) ১৯১৬ সালে ঘ) ১৯০৯ সালে

২১। বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য সংকলন চর্যাপদ এর আবিষ্কারক?

ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

খ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

গ) ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ঘ) ড. সুকুমার সেন

২২। 'চর্যাপদ' প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?

ক) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

খ) এশিয়াটিক সোসাইটি

গ) শ্রীরামপুর মিশন

ঘ) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

২৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিদ 'চর্যাপদ' কে সম্পাদনা করেন?

ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

খ) শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

গ) ড. দীনেশচন্দ্র সেন

ঘ) শ্রী হরলাল রায়

২৪। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাপদ' যে গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন তার নাম হল-

ক) চর্যাপদাবলি

খ) হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা

গ) চর্যাচর্যবিনিশ্চয়

ঘ) চর্যাগীতিকা

২৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুঁথি সাহিত্য সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন-

ক) তিব্বত, নেপাল

খ) ভুটান, সিকিম

গ) কাশী, বেনারস

ঘ) বোম্বে, জয়পুর

উত্তরপত্র

১	ঘ	২	খ	৩	খ	৪	ক	৫	ঘ	৬	ঘ	৭	খ	৮	খ	৯	ঘ	১০	খ
১১	ঘ	১২	গ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	খ	১৬	খ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	গ	২০	খ
২১	গ	২২	ক	২৩	খ	২৪	খ	২৫	ক										

Class Exam

১. **বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল কোনটি?**

ক. দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী

খ. একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী

গ. দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী

ঘ. ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী

২. **চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে?**

ক. বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়াল ঘর থেকে

খ. আরাকান রাজগ্রন্থাগার থেকে

গ. নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে

ঘ. সুদূর চীন দেশ থেকে

৩. **বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কত সালে?**

ক. ২০০৭ সালে খ. ১৯০৭ সালে

গ. ১৯০৯ সালে ঘ. ১৯১৬ সালে

৪. **'বাংলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থটি রচনা করেন-**

ক. মুহম্মদ আব্দুল হাই খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

গ. সৈয়দ আলী আহসান ঘ. এনামুল হক

৫. **'বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' গ্রন্থটি রচনা করেন?**

ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

খ. ড. দীনেশচন্দ্র সেন

গ. ড. সুকুমার সেন

ঘ. ড. ওয়াকিল আহমদ

৬. **প্রাপ্ত চর্যাপদের পদকর্তা কতজন?**

ক. ১৯ খ. ২৩

গ. ২৫ ঘ. ২৭

৭. **চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে?**

ক. বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়াল ঘর থেকে

খ. আরাকান রাজগ্রন্থাগার থেকে

গ. নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে

ঘ. সুদূর চীন দেশ থেকে

৮. **'The Origin and Development of Bengali Language' গ্রন্থটি রচনা করেছেন-**

ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

খ. ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ঘ. স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন

৯। **'চর্যাপদ' কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?**

ক. সনাতন হিন্দু খ. সহজিয়া বৌদ্ধ

গ. জৈন ঘ. হরিজন

১০। **চর্যাপদের আদি কবি কে?**

ক. কাহ্নপা খ. চেণ্ডনপা

গ. লুইপা ঘ. ভুসুকুপা

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি biddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলা অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।